দৈনিক বাংলা

15

তারিখ 18 JAN 1997
পৃঃ 7 কলাম 7

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে বিরাট সাফল্য

দশ লক্ষ নিরক্ষরকে ৬ মাসে অক্ষর জ্ঞানদান সম্পন্ন

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক তৎপরতার ফলে গত ছয় মাসে এ ক্ষেত্রে রেকর্ড পরিমাণ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দেশের লাখ লাখ নিরক্ষর নারী- পুরুষ ও শিশু-কিশোরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে গত ছয় মাসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১০ লাখ ১৬ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে সাড়ে পাঁচ বছরে এই কার্যক্রমের অধীনে মাত্র ১৬ লাখ ২০ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়। এই হিসাবে ৬ মাসে এক লাখ ৬২ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করার কথা থাকলেও বর্তমান সরকারের বিশেষ তৎপরতার ফলে তুলনামূলক অগ্রগতির হার দাঁড়িয়েছে ৬ গুণেরও বেশী।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে কুড়িগ্রামের রৌমারী থানায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে গণশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। পরবর্তীতে এই কার্যক্রম ৫২টি থানায় চালু করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে ১৯৭৩ সালে গ্রাম উন্নয়ন ও জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন দেশে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প গ্রহণ করে। এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতার উপর ভিত্তি করেই পর্যায়ক্রমে ১৯৮০ ও ১৯৮৭ সালে দেশব্যাপী নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৯১ সালের জানুয়ারী থেকে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার আওতায় ইউনিসেফের সহায়তায় 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম' শুরু হয়। গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই কার্যক্রমের আওতায় সারাদেশের মোট ২৬ লাখ ৩৬ হাজার নিরক্ষর নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোরকে শিক্ষাদান করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি করে শিক্ষাদান অব্যাহত রাখার জন্য

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

দশ লক্ষ নিরক্ষরকে ৬ মাসে অক্ষর জ্ঞানদান সম্পন্ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৪ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের নিয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষান্তর গড়ে তোলা হয়। ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশু যারা স্কুলে ভর্তি হয়নি এবং যারা লেখাপড়া শেষ না করে স্কুল ছেড়ে গেছে তাদের মৌলিক শিক্ষাদান ও স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্যও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী যারা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি তাদের জন্যও এই প্রকল্পের আওতায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া ১৫ বছরের উর্ধ্বের বয়স্ক নারী-পুরুষদেরও স্বাক্ষরদান বা অক্ষরজ্ঞান শিক্ষাদান কর্মসূচীও অন্তর্ভুক্ত রাখা হয় এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে। বাংলাদেশ সরকার, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোরাড ও কানাডিয়ান উন্নয়ন সংস্থা সিডার অনুদানের একশ' ৭ কোটি ৫০ লাখ ৩৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৯৯১ সাল থেকে গত ৬ বছরে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৯৬ সালের জুন পর্যন্ত সাড়ে ৫ বছরে ১৬ লাখ ২০ হাজার নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়েছে এবং ১৯৯৬ সালের জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছয় মাসে ১০ লাখ ১৬ [illegible] নিরক্ষরকে অক্ষরজ্ঞান দান করা হয়েছে।

উপানু[illegible] শিক্ষা কার্যক্রমের প্রকল্প পত্র অনুযায়ী ১৯৯১ সালের জানু[illegible] মাস থেকে ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এই শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরিত উদ্যোগ ও যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি ডিসেম্বর '৯৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ৬৯টি কর্ম এলাকায় ৫৯ হাজার ১১০টি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। এর মধ্যে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, ফরিদপুর সদর, সিরাজগঞ্জ সদর, ঝিনাইদহের শৈলকূপা, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল, কুষ্টিয়া সদর, ফেনীর পরশুরাম, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ, পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ ও বরিশালের হিজলা থানাকে মডেল থানা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। এইসব মডেল থানায় নিবিড় পদ্ধতিতে নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাদান করা হয়। শিক্ষাদান শেষে কিছুদিন পর যাতে নারী-পুরুষ ও শিশু-কিশোররা ভুলে না যায় তার জন্য দেশের ৭৩৫টি গ্রামে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষাচর্চা অব্যাহত রাখার জন্য শিক্ষকও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

শিক্ষা কার্যক্রম মূল্যায়ন কোষের বিশ্লেষণে বলা হয়, ১৮৮২ সাল থেকে এই ভূখন্ডে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা শুরু করা হয়, বিগত ১১৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সাফল্য বয়ে এনেছে এই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।